দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

20

113

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কেবল সিন্ডিকেটই ভার্সিটি খোলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বাসস গতকাল জানায় যে ১১ই নবেম্বর কিছু ছাত্র ও শিক্ষক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্পর্কিত খবরের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য সরকার বলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কেবল সিন্ডিকেটই

(প্রথম পৃঃ পর)

২৮ হাজার ছাত্র ও ১ হাজার শিক্ষকের মধ্যে মুষ্টিমেয় ছাত্র-শিক্ষক ক্লাশ রুমে ঢুকে পাঠক্রম বহির্ভূত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে ক্লাশ রুমে বহিরাগত অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের নয় এমন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কেবলমাত্র সিন্ডিকেটই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১৯৯০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের (আইন ও আদেশ) অধ্যাদেশ অনুসারে গত ১৩ই অক্টোবর এক-মাসের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধের সময়সীমা গতকাল শেষ হয়েছে।

ইতিমধ্যে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিত পর্যালোচনা করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়সীমা আর বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের মারফত তা প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও আবাসিক হলের প্রভোস্ট-দের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেটের সভাও করেছেন।